Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহনূর জামান সামিয়া

রোলঃ 23090120049

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহনূর জামান সামিয়া

রোলঃ 23090120049

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহনূর জামান সামিয়া, আইডিঃ 23090120049 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাহনূর জামান সামিয়া

(স্বাক্ষর)

মাহনূর জামান সামিয়া

আইডিঃ 23090120049

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

স্রষ্টার অস্তিত্ব 6

আল্লাহই কেনো একমাত্র সৃষ্টিকর্তা 15

কুরআন আল্লাহর কিতাব 23

মুহাম্মদ সাঃ আল্লাহর সত্য নবী 31

ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্মঃ 38

ব্যক্তিজীবনে ইসলাম: 41

পারিবারিক জীবনে ইসলাম: 42

সামাজিক জীবনে ইসলাম : 42

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম : 42

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম : 43

তথ্যসুত্র 44

পৃথিবীতে ৪৩০০ টির বেশি ধর্ম রয়েছে। প্রশ্ন জাগতে পারে পৃথিবীতে এতো এতো ধর্ম কেনো? এতো ধর্মের মধ্যে কোনো ধর্ম আদোও সত্য কিনা? সত্য হলে কোন সে ধর্ম সত্য?কেনোই বা সে ধর্মই একমাত্র সত্য? কেনো একাধিক ধর্ম একি সাথে সত্য হতে পারেনা?অমুসলিমদের জায়গা থেকে প্রশ্নগুলো আসাটা অস্বাভাবিক নয়,উত্তর টাও খুব একটা কঠিন নয়। এতো এতো ধর্মের মাঝে ইসলামই কেনো একমাত্র সত্য দ্বীন তা বোঝা খুবই সহজে।কারণ সত্য সবসময় মিথ্যা থেকে পৃথক।

সত্যের সাথে মিথ্যা কখনোই মিশে যেতে পারে না।যা সত্য তা সবসময় সমুন্নত। তবে সত্য গ্রহণের মানসিকতা থাকলেই কেবল সত্য গ্রহণ সম্ভব।সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক মানুষকে যে বিবেকবোধ দিয়েছেন তা যথাযথ ব্যবহার করলেই ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।সাথে প্রয়োজন অহংকারমুক্ত একটা প্রশস্ত হৃদয়। কারণ অহংকারী হৃদয় কখনো সত্য গ্রহণ করতে পারে না।

ইসলামের সত্যতা আমরা ধাপে ধাপে প্রমাণ করার চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ।

অহাংকারমুক্ত প্রতিটি অন্তরই ইসলামের সত্যতা অনুভব করতে পারবে।

স্রষ্টার অস্তিত্ব

স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের এক সহজাত বৈশিষ্ট্য। সহজাত বলতে এমনসব গুণাবলিকে বোঝায় যা সাভাবিকভাবেই একজন মানুষের মধ্যে থাকে।ইসলামি পরিভাষায় একে ফিতরাত বলে।যদি কোনো মানুষকে বাহ্যিক সব প্রভাব,মতাদর্শ থেকে দূরে কোনো জনশুন্যস্থানে রাখা হয় তবুও তার সহজাত বৈশিষ্ট্যই তাকে বুঝিয়ে দিবে এই বিশাল মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক রয়েছেন।

মানুষের এই সহজাত বৈশিষ্ট্য বা ফিতরাতের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ۬ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ۬

“

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর,যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই।এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন;কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।”[১]

স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভেতর থেকেই অনুভব করতে পারেন যে তার একজন প্রতিপালক এবং সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি মন থেকেই স্রষ্টার প্রয়োজন অনুভব করেন।এমনকি ঘোর বিপদে একজন স্রষ্টায় অবিশ্বাসী ব্যাক্তিও স্রষ্টার প্রয়োজন অনুভব করে।

মানুষের সঠিক ফিতরাত আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় এবং এ থেকে সে বিচ্যুত হয় না; যদি না শয়তান তাকে বিপথগামী করে। শয়তানের দ্বারা যে বিপথগামী হয়েছে, সে এই প্রমাণকে না-ও অনুধাবন করতে পারে।

মানুষ শয়তান কর্তৃক তার এই স্বাভাবিক ফিতরাতকে হারালে সে যেন সৃষ্টির দিকে তাকায়।সুবিশাল ও সুশৃঙ্খল এই মহাবিশ্ব ও তাতে বিদ্যমান নিখুঁত সৃষ্টি দেখে এক মহা ক্ষমতাবান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন-

اَفَلَا يَنۡظُرُوۡنَ اِلَى الۡاِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ۫ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ ۫ وَاِلَى الۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ ۫ وَاِلَى الۡاَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ ۫

“তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?আর আকাশের দিকে, কীভাবে তা ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?আর পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে?আর যমীনের দিকে, কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে?”[২]

প্রাকৃতিক জিনিস বাদ দিয়ে আমরা যাকিছু দেখি সবকিছুই সৃষ্ট। অর্থাৎ কোনো না কোনো মানুষ তা সৃষ্টি করেছে।তাহলে প্রাকৃতিক বস্তুগুলো কে সৃষ্টি করেছে?প্রতিটি সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা আবশ্যক। স্রষ্টা ব্যাতীত কখনো সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।এমনি এমনি তো হাতের কলমটা পর্যন্ত সৃষ্টি হয় না।তাহলে এই আসমান জামিন,গ্রহ,নক্ষত্র, সুবিশাল পাহাড়-পর্বত,প্রকাণ্ড এই মহাবিশ্ব এমনকি সয়ং মানুষের মতো নিখুঁত সৃষ্টি স্রষ্টা ছাড়া এমনি এমনি কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে? সামান্য বিবেক খাটালেই ব্যপারটা উপলব্ধি করা যায়।
মানুষ তার নিজের দিকে তাকাক অতঃপর দেখুক তাকে কত সুক্ষ্মভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গই কি ভিষণ সুন্দর,নিপুণ ও যথাযথ স্থানে অবস্থিত।কোনো অঙ্গই অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।

কখনো কি ভেবেছি, যদি চুল ছাড়াই আমাদেরকে সৃষ্টি করা হতো তাহলে আমাদেরকে দেখতে কেমন লাগতো? নিশ্চয় সুন্দর না?
যদি আমাদের মাথার খুলি গোল না হয়ে চতুর্ভুজ বা ত্রিভুজ আকৃতির হতো তাহলে?যদি চোখ দু’টো না হয়ে একটাই হতো?যদি তাদের দুরত্ব মানানসই না হতো?যদি তাদের আকার,আকৃতি এক না হতো?আচ্ছা! যদি চোখ বলতে আপনার দেহে কোনো অঙ্গই না থাকতো তবে?
আল্লাহ আপনাকে নিখুঁত দুটো চোখ দিয়েছেন। দিয়েছেন কালো,ঘন পাপড়ি যা আপনাকে ধুলো-বালি, তীব্র আলো ও আঘাত থেকে রক্ষা করে এবং যা আপনার জন্য সুন্দর্যবোর্ধক ও বটে।আপনাকে একটি ভ্রু দেননি।তা কপালের মাঝ বরাবর স্থাপন করে দৃষ্টিকটু ও করেননি।এই ভ্রু কপালের ঘাম সরাসরি আপনার চোখে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।
আল্লাহ শ্বাস নেওয়ার জন্য আপনাকে সুন্দর আকৃতির একটি নাক দিয়েছেন। নাকের ছিদ্রে দিয়েছেন পশম যা সহজে ভেতরে ধুলাবালি প্রবেশে বাধা দেয়।
খাবার গ্রহণের জন্য দিয়েছেন মুখ।খাবার চাবানোর জন্য দিয়েছেন মজবুত দাঁত।

শুধু কি তাই? যখন প্রয়োজন তখনি দিয়েছেন। জন্মের পর পরই দেননি।
যে স্থানে যেমন আকৃতির দাঁত প্রয়োজন সে স্থানে তেমন দাঁতই দিয়েছেন।
খাবার চাবানো এবং গলাধঃকরণে সহযোগিতা এবং খাবারের স্বাদ অনুভবের জন্য দিয়েছেন হার হীন, নরম এক জিহ্বা।আলজিহ্বা নামক ছোট্ট এই জিহ্বাটা না থাকলে মানুষের কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যেতো না।এমনকি আলজিহ্বা না থাকলে খাবার খাওয়ার সময় খাবার শ্বাসনালিতে ঢুকে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতো, যা শ্বাসকষ্টেরও কারণ হতে পারে।
যদি আপনাকে ঠোঁট না দেওয়া হতো, আপনি কথাই বলতে পারতেন না এবং ঠোঁট ছাড়া নিঃসন্দেহে আপনাকে ভিষণ অদ্ভুত দেখাতো।
শ্রবণের জন্য আপনার আছে দুটি কান। যদি আপনাকে কান না দেওয়া হতো তাহলে আপনি দুনিয়ার কোনো শব্দ,কোনো কথাই শুনতে পেতেন না।কথা বলতে পারার জন্য শোনাটা যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যপার সেটা তো আমাদের সবারই জানা।
মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অঙ্গ হয়তো মস্তিষ্ক।চিন্তা,স্মৃতি,আবেগ-অনুভুতি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো প্রায় সকল মৌলিক কাজ মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এক মস্তিষ্ক নিয়ে নিষ্ঠার সাথে গবেষণা করলে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।এত জটিল ও নিখুঁত অঙ্গ একজন স্রষ্টা ছাড়া এমনি এমনি সৃষ্টি হওয়া যে কোনো ভাবেই সম্ভব না তা সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের পক্ষেও বোঝা সম্ভব। যদি এরপরও না বুঝতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে সেই সামান্য জ্ঞান খানাও তার নেই।
খাবার গ্রহন এবং আপনার জীবনের সিংহভাগ কাজ সংগঠনের জন্য আপনার আছে দু'টো হাত।সে হাত দ্বয়ে আছে কয়েক খানা জয়েন্ট। কখনো ভেবেছেন, যদি আপনার হাতে কোনো জয়েন্ট না থাকতো,যদি আপনার আঙুলে কোনো জয়েন্ট না থাকতো আপনি পারতেন আপনার ইচ্ছা, প্রয়োজন অনুসারে আপনার হাতকে ব্যবহার করতে?আপনি কি কখনো ভেবেছেন আপনার হাতের পাঁচটি আঙুল সমান নয় কেনো?অথবা ভেবেছেন সমান হলে কি হতো?আপনি কি কখনো লক্ষ্য করেছেন, যখন আপনি আপনার অসমান আঙুলগুলোকে একত্রিত করেন তখন তা আপনার কাছে সমান হয়ে ধরা দেয়?জ্বি,ঠিক এই কারণেই আপনি সুবিধামত খাবার গ্রহন করতে পারেন এবং আপনার সকল কাজ সম্পাদন করতে পারেন।যদি সবগুলো আঙুল সমান হতো তাহলে একত্রিত করলে তা অসমান হয়ে যেতো ফলে আপনি আপনার বিভিন্ন কাজ করতে নিঃসন্দেহে বিপাকে পরতেন।আপনার কি এখনো মনে হয়, আপনি একজন স্রষ্টা ছাড়া এমনি এমনি এত নিখুঁতভাবে সৃষ্টি হয়েছেন? হায়!আপনার জন্য আফসোস।

মানবদেহের সবচেয়ে জটিল,গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর অঙ্গের মধ্যে একটি মস্তিষ্ক এবং অপরটি নিঃসন্দেহে হৃদপিন্ড। বুকের খাঁচায় সযত্নে রক্ষিত ছোট্ট পেশীবহুল এই হৃদপিণ্ড নামক পাম্প মেশিনটি শরীরকে সঠিকভাবে কাজ করার জন্য ফুসফুস থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ও পুষ্টি সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয় এবং একি সাথে শরীর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়।বাতাস থেকে অসংখ্য গ্যাসের মধ্য থেকে শুধু অক্সিজেনকে গ্রহণ করার জন্য আপনার আছে দুটি ফুসফুস। যে অক্সিজেন আপনার বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য।

আপনার গ্রহণকৃত খাবারকে ভেঙে পুষ্টি উপাদান রক্তে মেশানোর জন্য আছে পরিপাকতন্ত্র। আপনার রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ ছেঁকে রক্তকে পরিশোধনের জন্য রয়েছে দু'টো কিডনি। আপনার পায়ের উপরের অংশ মাংসল না হয়ে যদি নিচের অংশ মাংসল হতো?কখনো কি ভেবেছেন আপনি হাঁটতেন কিভাবে?আর দৌঁড়ানো? সে তো স্বপ্ন। যদি আপনার হাঁটুতে জয়েন্ট না থাকতো আপনি হাঁটু ভাঁজ করতে পারতেন না।পারতেন না বসতেও।কি এক দুর্বিষহ জীবন হতো আপনার। একি কথা আপনার কোমরের জয়েন্টের ক্ষেত্রে এবং একি কথা আপনার প্রতিটি জয়েন্টের ক্ষেত্রেও।মানুষের শরীরের প্রতিটি জয়েন্টই ভিষণভাবে জীবন সহজ করেছে।এই জয়েন্টগুলো না থাকলে মানুষের জীবন সন্দেহাতীত কঠিন হয়ে যেতো। কে দিয়েছেন এই জয়েন্টগুলো?কে জানতেন তার বান্দার জন্য এই জয়েন্টগুলো অনেক প্রয়োজনীয়।

এখনো বলবেন একাই তৈরি হয়ে গিয়েছে? একাই তৈরি হলে যেখানে সেখানে হলো না কেনো?কেনো যেখানে প্রয়োজন, যতগুলো প্রয়োজন সেখানেই, ততগুলোই আছে আপনার দেহে।

আপনার পায়ের পাতা,আঙুল,পায়ের তালু,গোড়ালি সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে যেভাবে আপনার হাঁটা -চলার জন্য অধিক উপযোগি ।

আপনি লক্ষ্য করেন বার বার লক্ষ্য করেন কত সুক্ষ্ম, নিখুঁতভাবে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনি স্রষ্টা ছাড়া একাই সৃষ্টি হলে এতো সুক্ষ্ম, নিখুঁতভাবে কখনো সৃষ্টি হতেন না।এতো নিখুঁতভাবে, শৃঙ্খলার সাথে আপনার প্রতিটি অঙ্গ কাজও করতো না।বরং আপনার দেহ বিশৃঙ্খলায় ভরে যেতো।বর্তমান পছন্দের দেহ খানা হতে পারতো আপনার এক দুর্বিষহ জীবনের কারণ।

এই বিষয়টকেই লক্ষ করে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন-

اَمۡ خُلِقُوۡا مِنۡ غَيۡرِ شَىۡءٍ اَمۡ هُمُ الۡخٰلِقُوۡنَ ؕ

তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারাই স্রষ্টা?[৩]

وَفِى الۡاَرۡضِ اٰيٰتٌ لِّلۡمُوۡقِنِيۡنَ ۙ وَفِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ ؕ اَفَلَا تُبۡصِرُوۡنَ ۝ ۘ

সুনিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে।তোমাদের নিজদের মধ্যেও। তোমরা কি চক্ষুষ্মান হবে না?[৪]

خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ ۙ

তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ।[৫]

خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۚ

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে[৬]

قَالَ رَبُّنَا الَّذِىۡۤ اَعۡطٰى كُلَّ شَىۡءٍ خَلۡقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

মূসা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন।'[৭]

اَفَرَءَيۡتُمۡ مَّا تُمۡنُوۡنَ ؕ ءَاَنۡتُمۡ تَخۡلُقُوۡنَهٗۤ اَمۡ نَحۡنُ الۡخٰلِقُوۡنَ

তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যে বীর্যপাত করছ সে সম্পর্কে?তা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমিই তার স্রষ্টা?[৮]

الَّذِىۡۤ اَحۡسَنَ كُلَّ شَىۡءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلۡقَ الۡاِنۡسَانِ مِنۡ طِيۡنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهٗ مِنۡ سُلٰلَةٍ مِّنۡ مَّآءٍ مَّهِيۡنٍ ۚ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيۡهِ مِنۡ رُّوۡحِهٖ وَجَعَلَ لَـكُمُ السَّمۡعَ وَالۡاَبۡصَارَ وَالۡاَفۡـِٕدَةَ ؕ قَلِيۡلًا مَّا تَشۡكُرُوۡنَ

যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন এবং কাদা মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন।তারপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৯]

সামান্য এক ফোঁটা নাপাক পানি থেকে সৃষ্ট সৃষ্টির সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেছেন-

لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِیۡۤ اَحۡسَنِ تَقۡوِیۡمٍ

অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে।[১০]

এতো গেলো মানুষের সৃষ্টি। এর বাইরে আসমান,জামিন,গ্রহ,নক্ষত্র, বিশাল এই মহাবিশ্ব নিয়ে চিন্তা-ফিকির করলে একজন মহাজ্ঞানী, মহা ক্ষমতাবান স্রষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রতিটি বিষয়ের একটি কারণ থাকে।সুতরাং এই যুক্তি অনুসারে মহাবিশ্বেরও একটি কারণ থাকতে হবে। সেই কারণটিই হলেন স্রষ্টা।স্রষ্টাই মহাবিশ্ব এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন-

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمۡ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَیۡءٍ فَاعۡبُدُوۡهُ ۚ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ وَّكِیۡلٌ

তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক।[১১]

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوۡرَ ؕ ثُمَّ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ یَعۡدِلُوۡنَ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। তারপর কাফিররা তাদের রবের সমতুল্য স্থির করে।[১২]

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَیۡنَهُمَا فَاعۡبُدۡهُ وَاصۡطَبِرۡ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهٗ سَمِیًّا

*তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যে যা আছে তার রব। সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁরই ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাক। তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জান?*১৩

আপনি বলতে পারেন মহাবিশ্ব মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।কিন্তু মহা বিস্ফোরনের ফলে কিভাবে এমন নিখুঁত সিস্টেম তৈরী হতে পারে ? একটা বিস্ফোরণ কি একটা সুন্দর সিস্টেমের জন্ম দিতে পারে? স্বাভাবিকভাবে বিস্ফোরণের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ধ্বংস করা।তাহলে একজন মহাজ্ঞানী,মহা ক্ষমতাবান স্রষ্টা ছাড়া কিভাবে এক ধ্বংসকারী বিস্ফোরণ দ্বারা সুবিশাল, সুশৃঙ্খলিত মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে?

মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন -

اَوَلَمۡ یَرَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ کَانَتَا رَتۡقًا فَفَتَقۡنٰہُمَا ؕ وَجَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ کُلَّ شَیۡءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ

যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?[৪]

একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই যদি এই মহাবিশ্ব তৈরি হতো তাহলে এই আসমান জমিন,গ্রহ,নক্ষত্র,এত নিখুঁতভাবে তৈরি হতো না এবং সব কিছু এতো শৃঙ্খলার সাথে পরিচালিত হতো না।এই পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছুই আবর্তিত হয় এক সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্য দিয়ে। আর সব কিছুর মধ্যে রয়েছে নিখুঁত সামঞ্জস্যতা।
প্রত্যেক গ্রহ,নক্ষত্র তার নিজ নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করে। কেউ তার নির্ধারিত পথের বিপরীতে পরিভ্রমণ করে না।
আল্লাহ পাক কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَالشَّمۡسُ تَجۡرِیۡ لِمُسۡتَقَرٍّ لَّہَا ؕ ذٰلِکَ تَقۡدِیۡرُ الۡعَزِیۡزِ الۡعَلِیۡمِ ؕ وَالۡقَمَرَ قَدَّرۡنٰہُ مَنَازِلَ حَتّٰی عَادَ کَالۡعُرۡجُوۡنِ الۡقَدِیۡمِ ۝ الشَّمۡسُ یَنۡۢبَغِیۡ لَہَاۤ اَنۡ تُدۡرِکَ الۡقَمَرَ وَلَا الَّیۡلُ سَابِقُ النَّہَارِ ؕ وَکُلٌّ فِیۡ فَلَکٍ یَّسۡبَحُوۡنَ ۝

আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-র নির্ধারণ।আর চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মানযিলসমূহ, অবশেষে সেটি খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মত হয়ে যায়।সূর্যের জন্য সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের জন্য সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই কক্ষ পথে ভেসে বেড়ায়।[৫]

মৃত জামিন থেকে সৃষ্টিকর্তা আমাদের রিজিক দিয়ে থাকেন। যে রিজিক আমাদের হাত বানায় না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন-

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۙ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۭ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝

আর মৃত যমীন তাদের জন্য একটি নিদর্শন, আমি তাকে জীবিত করি এবং তা থেকে শস্যদানা উৎপন্ন করি। অতঃপর তা থেকেই তারা খায়।আর আমি তাতে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান তৈরী করি এবং তাতে কিছু ঝর্নাধারা প্রবাহিত করি।যাতে তারা তার ফল খেতে পারে, অথচ তাদের হাত তা বানায়নি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?[১৬]

ফসলের যে বীজ আমরা বপন করি তা অঙ্কুরোদগমনের ক্ষমতা কি আমাদের আছে যদি সৃষ্টিকর্তা তা না অঙ্কুরিত করেন?

এই বিষয়টকেই লক্ষ করে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন-

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ۝

তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি?তোমরা তা অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি?আমি চাইলে তা খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা পরিতাপ করতে থাকবে।[১৭]

যে পানি আমরা পান করি, যা ছাড়া বেঁচে থাকার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না,তা কি আমরা তৈরি করেছি?

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝

তোমরা যে পানি পান কর সে ব্যাপারে ভেবে দেখেছো কি?বৃষ্টিভরা মেঘ থেকে তোমরা কি তা বর্ষণ কর, না আমি বৃষ্টি বর্ষণকারী?আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? ১৮

অথবা যদি কখনো পানি আমাদের হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়,আমাদের কি সামর্থ আছে তা ফেরত আনার?

এই প্রশ্নটিই আল্লাহ পাক কুরআনে করেছেন-

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ

বল,তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবহমান পানি?[১৯]

এই আসমান,জামিন,পাহাড়,নদী,সাগর,ঝর্না,মেঘ,বৃষ্টি,গাছপালা,তরুলতা এর কোনো কিছুই আমরা সৃষ্টি করিনি।কখনো এগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে আমরা পারবও না পুনরুদ্ধার করতে অথবা সৃষ্টি করতে। প্রতিটি প্রাকৃতিক বস্তু আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এবং পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য অতীব প্রয়োজনীয়।

এরকম অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে এই মহাবিশ্বে।যা দেখে বোঝা যায় অবশ্যই এই মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন এবং অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে এই মহাবিশ্ব বিশৃঙ্খলায় ভরে যেতো।
এতোসব নিদর্শন দেখেও যারা স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না তারা নিশ্চয়ই অন্তরের দিক থেকে অন্ধ।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ

নিশ্চয় তোমাদের কাছে চাক্ষুষ নিদর্শনাবলী এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। অতএব যে চক্ষুষ্মান হবে, তবে সে তার নিজের জন্যই হবে। আর যে অন্ধ সাজবে, তবে তা তার উপরই (বর্তাবে)। আর আমি তোমাদের উপর সংরক্ষক নই।[২০]

তিনি আরো বলেন-

فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ

বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়।[২১]

আল্লাহই কেনো একমাত্র সৃষ্টিকর্তা

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পেরেছি এই সুগঠিত,সুশৃঙ্খলিত মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে।কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে তিনি কে?বিভিন্ন ধর্মে সৃষ্টিকর্তাকে বিভিন্নভাবে সঙ্গায়িত করা হয়েছে ।বিভিন্ন নামে তাঁকে ডাকা হয়।কিন্তু কে আমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা? যিনি আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টিকর্তা তিনিই হবেন যিনি এই বিশাল মহাবিশ্ব এবং তাতে বিদ্যমান সকল কিছু সৃষ্টি,পরিচালনা এবং ধ্বংস করতে সক্ষম। যিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত এবং যিনি তার সৃষ্টির ফিতরাত ও প্রয়োজন অনুসারে বিধান দিতে সক্ষম।

কাজেই সৃষ্টিকর্তাকে অবশ্যই হতে হবে এক ও অদ্বিতীয়। কারণ একাধিক সৃষ্টিকর্তা হলে প্রত্যেকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি, পরিচালনা,ধ্বংস করতে চাইবে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিধান দিতে চাইবে।এরকমটা হলে নিঃসন্দেহে মহাবিশ্ব বিশৃঙ্খলায় ভরে যেতো।যেমনটা আমরা দেখতে পাই না।কাজেই সৃষ্টিকর্তা একাধিক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

সৃষ্টিকর্তাকে হতে হবে সবচেয়ে ক্ষমতাবান,মহাজ্ঞানী, প্রবল,মহাপরাক্রমশালী। যিনি সব জানেন,সব দেখেন।আসমান এবং জামিনের কোনো কিছুই যার চোখের আড়াল হয় না।যিনি সবচেয়ে ন্যায়বিচারক।যিনি পবিত্র, মহান। যিনি তার সৃষ্টির ব্যাপারে বেখবর নন।যাকে কখনো পরাস্ত করা যায় না।যিনি অমুখাপেক্ষী, মহা ধনী।যিনি জীবন ও মৃত্যু দানকারী। যিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব।

যিনি সবসময় ছিলেন,আছেন,সবসময় থাকবেন। যার কোনো রিজিকের প্রয়োজন নেই বরং তিনিই রিজিকদাতা।তিনিই সৃষ্টিকর্তা,তিনিই বিধানদাতা।

যার থেকে কিছু লুকানো যায় না।যিনি অন্ততরের খবরও জানেন। যার বিরুদ্ধে কোনো কৌশল করা যায় না বরং তিনিই মহা কৌশলী।যিনি আসমান ও জামিন এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার একচ্ছত্র মালিক। যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু,মেহেরবান। যিনি সবচেয়ে প্রশংসিত ও সম্মানিত।

আল্লাহ তায়া'লা নিজের সম্পর্কে বলেন-

قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰہُ الصَّمَدُ ۚ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ

বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।এবং তাঁর সমতুল্য কেউ_ই নেই।২২

اَللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُہٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَہٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِہٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡہِمۡ وَ مَا خَلۡفَہُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِہٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُہٗ حِفۡظُہُمَا ۚ وَ ہُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ

আল্লাহ ; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক।তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি

অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম। ২৩

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الۡغَیۡبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡمَلِكُ الۡقُدُّوۡسُ السَّلٰمُ الۡمُؤۡمِنُ الۡمُهَیۡمِنُ الۡعَزِیۡزُ الۡجَبَّارُ الۡمُتَكَبِّرُ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشۡرِكُوۡنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الۡخَالِقُ الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۚ وَهُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ ۝

*তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু।তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র,ত্রুটিমুক্ত,নিরাপত্তাদানকারী,রক্ষক,মহাপরাক্রমশালী,মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*২৪

আল্লাহ ছাড়া আপনি আর কোনো সত্তা পাবেন না যিনি সকল গুণে গুণান্বিত এবং সকল দোষ ত্রুটি থেকে পবিত্র।

ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মে সৃষ্টিকর্তার এমন সব গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে যা কোনোভাবেই একজন সৃষ্টিকর্তার সাথে মানানসই নয়।যেমন হিন্দু ধর্মে বিষ্ণু ভগবান ধর্মকে রক্ষা করতে এবং অধর্মকে নাশ করতে মানব বা পশু রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। মৎস্যরূপে বিষ্ণু প্রথম পুরুষ মনুকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেন।কূর্ম বা কচ্ছপ রূপে তিনি সমুদ্র মন্থনের সময় মন্দার পর্বতকে ধারণ করেছিলেন।বরাহ বা শূকর রূপে পৃথিবীকে হিরণ্যক্ষ অসুর থেকে উদ্ধার করেছিলেন।নৃসিংহ অর্থাৎ অর্ধ-নর ও অর্ধ-সিংহ রূপে তিনি প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুর হাত থেকে ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন।পরশুরাম রূপে তিনি ক্ষত্রিয়দের দমন করে পৃথিবীতে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

একজন সৃষ্টিকর্তা কিভাবে এই ধরনের পশুর রূপ ধারণ করতে পারে? আরো অবাক করার বিষয় হচ্ছে তাদের ভগবানদেরও স্ত্রী আছে।কেউ কেউ একাধিক বিয়েও করেছেন।এমনকি তাদের সন্তান ও রয়েছে।একজন সৃষ্টিকর্তা যদি বিয়ে করেন,তার সন্তান থাকে তাহলে তার আর মানুষের মধ্যে কি পার্থক্য থাকলো? আরো অবাক করা বিষয় হচ্ছে মাঝে মাঝে কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধ বাঁধলে দেবতাদের মধ্যেই লড়াই বেঁধে যায়।সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে এরকম আরো অসংখ্য অপ্রীতিকর গুণাবলি তাদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা তো হবেন মহা ক্ষমতাবান। যিনি হও বললেই সব হয়ে যাবে। তাঁকে কেনো বিভিন্ন পশুর রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসে শত্রুর সাথে লড়াই করতে হবে?

এর বিপরীতে ইসলাম আমাদেরকে কত সুন্দর ধারনা দেয়।ইসলাম আমাদেরকে বলে এই মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা।যিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই।তাঁর ক্ষমতায়,তাঁর রাজত্বে কারো সামান্যতম অংশ নেই।তিনিই সৃষ্টি করেন,তিনিই তাঁর সৃষ্টিকে লালন-পালন করেন আবার তাঁর সৃষ্টিকে ধ্বংশও তিনিই করেন। তিনি মহা ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।তিনি অতি নিখুঁত, পবিত্র। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।বরং সকল কিছু তাঁর মুখাপেক্ষী।তিনি যা চান তাই হয়।তাঁর সিদ্ধান্ত টলাবার মতো কেউ নেই।তিনি মহা সম্মানিত। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

আল্লাহ শুধু তাঁর ইবাদত করার জন্যই জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই

তাঁর বান্দাকে পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে তিনি বহু নবী,রাসুলদেরকে পাঠিয়েছেন। যখনই জাহিলিয়াতের কালো ছায়া পৃথিবীকে গ্রাস করেছে, যখনই পৃথিবীতে অন্যায়,অবিচার বেড়ে গিয়েছে তখনই আল্লাহ ভীতি প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদ দানকারী হিসেবে নবী,রাসুলদের প্রেরণ করেছেন।

তিনি মহা সম্মানিত। অন্যায় অবিচার দূর করার জন্য অথবা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তার মানুষরূপে পৃথিবীতে আসার প্রয়োজন নেই। তিনি তো পবিত্র মহান।তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বেখবরও নন।তাই তো তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকেই নবী,রাসুল নির্বাচন করেন। যারা তাঁর আদেশ-নির্দেশ তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেন। যারা মানুষদেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং আত্মসমর্পণকারীদের জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন।তাঁকে সভা পায় না যে তিনি মানুষরূপে এসে শত্রুদের সাথে লড়াই করবেন বরং তিনি তাঁর নবী,রাসুলদের মাধ্যমে তাঁর বান্দাকে জিহাদের শিক্ষা দিয়েছেন।আল্লাহ তায়া'লার সাথে আর কোনো সত্তা শরীক নেই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সাথে এসে লড়াই করতে পারে।বরং তিনিই সকল কিছুর উপর প্রবল, তিনিই মহা ক্ষমতাবান, মহা প্রতাপশালী। মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সাথে যেসব বিষয়ে শরীক স্থির করে তিনি তা থেকে পবিত্র।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

وَہُوَ اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ؕ لَہُ الۡحَمۡدُ فِی الۡاُوۡلٰی وَالۡاٰخِرَۃِ ۫ وَلَہُ الۡحُکۡمُ وَاِلَیۡہِ تُرۡجَعُوۡنَ

আর তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; বিধান তাঁরই। আর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।২৫

وَاِلٰـہُکُمۡ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ

আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু।২৬

وَیَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ مَا لَا یَمۡلِکُ لَہُمۡ رِزۡقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ شَیۡئًا وَّلَا یَسۡتَطِیۡعُوۡنَ ۚ

আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যারা আসমানসমূহ ও যমীনে তাদের কোন রিযকের মালিক নয় এবং হতেও পারবে না।২৭

لَوۡ کَانَ فِیۡہِمَاۤ اٰلِہَۃٌ اِلَّا اللّٰہُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبۡحٰنَ اللّٰہِ رَبِّ الۡعَرۡشِ عَمَّا یَصِفُوۡنَ

যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত, সুতরাং তারা যা বলে, আরশের রব আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।২৮

اَمِ اتَّخَذُوۡۤا اٰلِہَۃً مِّنَ الۡاَرۡضِ ہُمۡ یُنۡشِرُوۡنَ

তারা যেসব মাটির দেবতা গ্রহণ করেছে, সেগুলি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম?২৯

اَیُشۡرِکُوۡنَ مَا لَا یَخۡلُقُ شَیۡئًا وَّہُمۡ یُخۡلَقُوۡنَ ۚ

তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে, যারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়?৩০

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ۗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ۗ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ

হে মানুষ, একটি উপমা পেশ করা হল, মনোযোগ দিয়ে তা শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তার কাছ থেকে তাও উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই দুর্বল।৩১

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَاۤءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ۗ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ

বল, ‘তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ রাতকে তোমাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে তাঁর পরিবর্তে কোন ইলাহ আছে কি যে তোমাদের আলো এনে দেবে? তবুও কি তোমরা শুনবে না’?৩৩

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۗ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

বল, ‘তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ দিনকে তোমাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে তাঁর পরিবর্তে কোন ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের রাত এনে দেবে যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না’?৩৪

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

আর তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, ‘কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন’? তবে তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। বল, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর’। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না।৩৫

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, আর ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।৩৬

এভাবে হিন্দু ভাই বোনেরা তাদের প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহকে চিনতে না পেরে বহু ইলাহ গ্রহণ করে বসে আছে।তারা কখনোই তাদের বিবেগকে প্রশ্ন করে না যে একজন সৃষ্টিকর্তার বৈশিষ্ট্য কিভাবে এমন হতে পারে?বরং তারা তো শুধু তাদের বাপ-দাদাদের ধর্মই পালন করে আসছে।যদিও তাদের বাপ-দাদাদের এই বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই।আর না তাদের নিজেদের আছে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۭ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـــًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা অনুসরণ কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন', তারা বলে, 'বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি'।
যদি তাদের পিতৃ-পুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি?৩৭

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَاۗءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ۝قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاۗؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

তারা বলল, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি'।সে বলল, 'তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে'।৩৮

اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَاۗءَهُمْ ضَاۗلِّيْنَ ۙ فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ

নিশ্চয় এরা নিজদের পিতৃপুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট পেয়েছিল;ফলে তারাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে দ্রুত ছুটেছে।৩৯

একি অবস্থা খ্রীষ্টধর্মের ক্ষেত্রেও।তাদের ও স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা খুবই অদ্ভুত। তারা নিজেকে এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী বললেও তারা মুলত Trinity বা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। যেখানে ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন হলেও পিতা, পুত্র (যিশু খ্রিস্ট) এবং পবিত্র আত্মা—এই তিনটি সত্তায় বিদ্যমান। তারা বিশ্বাস করে পিতা ঈশ্বর হলেন সকল সৃষ্টির উৎস, পুত্র ঈশ্বর (যিশু খ্রিস্ট) হলেন ঈশ্বরের মূর্ত অবতার এবং পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের শক্তি যা মানুষের সাথে যোগাযোগ করে।
তাদের মতে পবিত্র আত্মা কুমারী মেরির গর্ভে পুত্র ঈশ্বর যিশু খ্রিস্টের জন্ম দেন, যিনি রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আসেন। তাদের এই স্ববিরোধী কথা যেকোনো সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষও বুঝতে পারবে।তারা যদি সৃষ্টিকর্তাকে এক-ই মনে করেন তাহলে পুত্র এবং পবিত্র আত্মা আবার কোথা থেকে আসলো? তারা বলেন তিন জন মিলে এক সত্তা।তিন জন মিলে এক সত্তা কিভাবে সম্ভব যেখানে তারা তিন সত্তাকে আলাদা বিভাজন করে বলছেন পিতা ঈশ্বর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, পুত্র ঈশ্বর হলেন ঈশ্বরের মূর্ত অবতার যিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষের পাপের বোঝা নিতে এবং পবিত্র আত্মা বিভিন্ন নবী ও ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে মানুষের সাথে যোগাযোগ করে।এখানে আমরা তিনটি আলাদা আলাদা সত্তা দেখতে পাচ্ছি,তাহলে তিন সত্তা মিলে এক ঈশ্বর কিভাবে হতে পারে?আর একজন স্রষ্টা তার সৃষ্টির

পাপের বোঝা নেওয়ার জন্য মানুষরূপে কিভাবে পৃথিবীতে আসতে পারেন?তাও আবার তারই সৃষ্ট এক মহিলার গর্ভ থেকে?আপনি চিন্তা করুন আপনি যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আপনার মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছেন আপনার স্রষ্টাও একি প্রক্রিয়ায় তারই এক সৃষ্টির গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছেন। এর থেকে লজ্জাজনক কথা আর কি হতে পারে?একজন স্রষ্টাকে কেনো তার সৃষ্টির পাপের বোঝা নেওয়ার জন্য পৃথিবীতে এসে আবার তার সৃষ্টির হাতেই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যেতে হবে?কি অদ্ভুত!

এখানে খুব সহজেই মূল বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে। মূলত খ্রিস্টানরা যাঁকে পিতা ঈশ্বর বলছেন অর্থাৎ যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তিঁনিই হচ্ছেন প্রকৃত এবং একমাত্র স্রষ্টা। আর পুত্র ঈশ্বর(যীশু খ্রিষ্ট) দিয়ে যাকে বোঝাচ্ছেন তিনি মূলত সৃষ্টিকর্তার একজন নাবী এবং পবিত্র আত্মা দিয়ে যাকে বোঝানো হচ্ছে তিনি মূলত সৃষ্টিকর্তার একজন দূত।যিনি স্রষ্টার পক্ষ থেকে ওয়াহী নবী রাসুলদের কাছে পৌঁছে দেন।খ্রিস্টান ভাই-বোনেরা এই ছোট্ট বিষয়টিকে গুলিয়ে তিন জনকেই স্রষ্টা বানিয়ে ফেলেছেন। যা চরম ভ্রান্তি এবং অন্যায়।

ইসলামে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।যেহেতু ইয়াহুদী, খ্রিস্টানরা মুসলমানদের পূর্ববর্তী জাতি ছিল তাই তারাও একটা সময় পর্যন্ত এক আল্লাহ কেই তাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করত।কিন্তু তারাই সত্যের পরিবর্তে মিথ্যাকে,সরল সঠিক পথের পরিবর্তে ভ্রান্তির পথকে বেছে নিয়েছে।
তারা আল্লাহকেই তাদের সৃষ্টিকর্তা মানেন কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করা অবস্থায়।
যেমনটা আমরা বলেছিলাম যে তারা আল্লাহকে তিনটি সত্তায় ভাগ করে(পিতা,পুত্র এবং পবিত্র আত্মা)। তারা পিতা বলতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাকে বোঝান এবং পুত্র বলতে ঈসা আঃ(যীশু খ্রীস্ট)কে বোঝান।যিনি ছিলেন আল্লাহর একজন নাবী ও রাসুল।ঈসা আঃ কে আল্লাহ অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছিলেন এবং নিজের তরফ থেকে তাঁকে বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন।এসব অলৌকিক ক্ষমতা দেখে এবং অতি ভক্তির প্রবণতা থেকে তারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে বসে।কত জঘন্যতম কথা এটা!অথচ পিতা ছাড়া ঈসা আঃ এর সৃষ্টি তো কেবল আল্লাহর মহা ক্ষমতার সামান্য বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বরং আল্লাহ তায়া'লার ব্যাপার তো এই যে তিনি হও বললেই সবকিছু হয়ে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন -

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَہُمْ وَرُہْبَانَہُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ وَالْمَسِیْحَ ابْنَ مَرْیَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِیَعْبُدُوْٓا اِلٰـہًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ؕ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের* রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোন (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র।৪০

بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰی یَکُوْنُ لَہٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَکُنْ لَّہٗ صَاحِبَۃٌ ؕ وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ ۚ وَہُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ

তিনি অসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা। কীভাবে তাঁর সন্তান হবে অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই! আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।৪১

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ

আর তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান; বরং আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই । সব তাঁরই অনুগত।৪২

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ یَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ ؕ

সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র-মহান। তিনি যখন কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তদুদ্দেশ্যে শুধু বলেন, ‘হও’, অমনি তা হয়ে যায়।৪৩

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۙ

আর তারা বলে, ‘পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি পবিত্র। বরং তারা* সম্মানিত বান্দা।৪৪

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَاُمِّیَ اِلٰهَیْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا یَكُوْنُ لِیْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَیْسَ لِیْ ۗ بِحَقٍّ ؕ۬ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ

আর আল্লাহ যখন বলবেন, ‘হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষদেরকে বলেছিলে যে, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর?’ সে বলবে, ‘আপনি পবিত্র মহান, যার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য সম্ভব নয়। যদি আমি তা বলতাম তাহলে অবশ্যই আপনি তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর আপনার অন্তরে যা আছে তা আমি জানি না; নিশ্চয় আপনি গায়েবী বিষয়সমূহে সর্বজ্ঞাত’।৪৫

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِیْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِیْحُ یٰبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ یُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়াম পুত্র মাসীহ’। আর মাসীহ বলেছে, ‘হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর’। নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।৪৬

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِیْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّاۤ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ یَنْتَهُوْا عَمَّا یَقُوْلُوْنَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ

অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়জন’। যদিও এক ইলাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আর যদি তারা যা বলছে, তা থেকে বিরত না হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে।৪৭

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ ۚ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ ۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یَصِفُوْنَ ۙ

আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই। (যদি থাকত) তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত; তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ কত পবিত্র![৪৮]

اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ

তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। অতঃপর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর অস্বীকারকারী এবং তারা অহঙ্কারী।[৪৯]

পবিত্র আত্মা দ্বারা তারা যাকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে তিনি আল্লাহর সম্মানিত ফেরেস্তা জিবরীল আঃ।যিনি আল্লাহর আদেশ,নির্দেশ,বিভিন্ন বার্তা নবী, রাসুলদের কাছে পৌঁছে দেন।
আল্লাহ তাঁকে যা আদেশ দেন তিনি শুধু ততটুকুই পালন করেন।আল্লাহ তাঁকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন তিনি শুধু ততটুকুই ক্ষমতারই অধিকারী। এর বাইরে তাঁর কোনো ক্ষমতা নেই।

এই সত্য,সহজ বিষয়টিকে তারা স্বেচ্ছায় কিংবা না বুঝে আল্লাহর সাথে শরীক করে পথভ্রষ্ট হয় গিয়েছে।

হিন্দু এবং খ্রিস্টান ধর্মে একটা মুল বিষয়ে আমরা মিল পাই।তা হলো তারা উভয় সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করা অবস্থায়। আল্লাহ ছাড়া যেহেতু আর কোনো ইলাহ নেই কাজেই তারা পরোক্ষভাবে আসলে আল্লাহ কেই তাদের সৃষ্টিকর্তা মানে। কিন্তু নবী-রাসুলগণকে অস্বীকার করার জন্য অথবা তাদেরকে সঠিকভাবে না অনুসরণ করার জন্য তারা তাদের মনগড়া মতবাদ দাড় করিয়ে সৃষ্টিকর্তার সাথে বহু ইলাহ সাব্যস্ত করে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে।যেহেতু তাদের কাছে ওহী আসে না অথবা তারা ওহীর অনুসরণ করে না ফলে তাদের নাফস এবং শয়তান তাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছে তারা তারই অনুসরণ করেছে।আর উত্তরসূরীরা তাদের পূর্বসূরীদের অনুসরণ করছে মাত্র।

এই বিষয়টিই আল্লাহ তায়া'লা কুরআনে বলেছেন-

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ

তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (ইবাদাতে) শিরক করা অবস্থায়।[৫০]

কুরআন আল্লাহর কিতাব

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে এই বিশাল মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা। যিনি এক ও অদ্বিতীয়। যার কোনো শরীক নেই।আসমান এবং জামিনে যা কিছু আছে এবং যা কিছু আছে এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক তিনিই।কাজেই হুকুম শুধু তারই চলবে।

এই বিশাল মহাবিশ্ব আল্লাহ তায়া'লা অনর্থক সৃষ্টি করেননি।অনর্থক সৃষ্টি করেননি জ্ঞান সম্পন্ন মানুষকেও।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সব কিছু একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।[৫১]

এমনটা কি হতে পারে যিনি নিখুঁতভাবে আসমান ও জামিন সৃষ্টি করেছেন এবং নিপুণভাবে তা পরিচালনা করছেন তিনি কোনো দিকনির্দেশনা ছাড়াই তাঁর বান্দাকে দুনিয়ায় ছেড়ে দেবেন?

আর রহমান, আর রহিম, যিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভিষণ ভালোবাসেন তিনি কিছুতেই তাঁর বান্দদেরকে পথহারা করে রাখতে পারেন না।তাই মানবজাতির হেদায়াতের জন্য পথ প্রদর্শক স্বরূপ তিনি আল কুরআন নাজিল করেছেন।

আল কুরআনের আরেকটি নাম আল ফুরক্বন,যার অর্থ সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী।কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে আপনি পার্থক্য করতে পারবেন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে।পার্থক্য করতে পারবেন হক-বাতিল,ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে।

নিঃসন্দেহে প্রতিটি মুসলিম মনে প্রাণে কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করে।বিশ্বাস করে কুরআনের প্রতিটি শব্দ সত্য,সঠিক।বিশ্বাস করে একমাত্র কুরআনই মানবজাতির পথপ্রদর্শক। ধর্মীয় আবেগ থেকে বিশ্বাস করে না বরং জীবনের পরতে পরতে কুরআনের সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরে বিশ্বাস করে।

অমুসলিম এবং অবিশ্বাসীদের জায়গা থেকে কুরআনের সত্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন আসতে পারে।কিন্তু যেই অহংকার মুক্ত হৃদয় এবং সত্য গ্রহনের মানসিকতা নিয়ে কুরআন খুলবে সেই সত্য পথের আলোক রশ্মি খুঁজে পাবে।

এর বাইরেও কুরআনের এমন কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট রয়েছে যা প্রমাণ করে কুরআন কিছুতেই মানব রচিত হতে পারে না। বরং কুরআন এমন এক সত্তা থেকে নাজিল হয়েছে যিনি মহাজ্ঞানী,প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

يٰسٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ

ইয়া-সীন।শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের।[৫২]

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

এটি সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।৫৩

حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

হা-মীম।মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কিতাব নাযিলকৃত।৫৪

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে জানায় যে এই মহাবিশ্ব বিগব্যাং(মহাবিস্ফোরণ) এর মাধ্যমে তৈরি হয়েছে।

বিজ্ঞানি এডউইন হাবল তার টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ মহাবিশ্ব ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। তার মানে এই মহাবিশ্ব কখনো না কখনো এক সাথে মিলিত ছিল।মহাবিস্ফোরণের ফলে সব কিছু পৃথক হয়ে যায় এবং গ্রহ,নক্ষত্র সহ সব কিছু তৈরি হয়।বিজ্ঞান যা আমাদেরকে ১৯২৭ বা ১৯২৯ এর দিকে জানিয়েছে আল্লাহ কুরআনে তা ১৪০০ বছর আগেই মানবজাতিকে জানিয়েছেন।

আল্লাহ তায়া'লা কুরআনে বলেন-

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۭ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۗءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۭ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ

অবিশ্বাসীরা কি (ভেবে) দেখে না যে,আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী একসঙ্গে মিলিত ছিল; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিয়েছি এবং প্রত্যেকটি সজীব বস্তুকে পানি হতে সৃষ্টি করেছি তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?৫৫

কুরআন কত স্পষ্ট করে আমাদেরকে জানিয়েছে যে আসমান ও জমিন একসময় একত্রে মিলিত ছিল অতঃপর আল্লাহই উভয়কে পৃথক করেছেন।

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে এসেও যে তথ্য বিজ্ঞানীদের উদঘাটন করতে এতো সময় লাগলো সারে ১৪০০ বছর আগে কে তা জানত?যদি যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি না জানাতেন?

শুধু কি তাই? সকল কিছু যে পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণও আমরা এই আয়াত থেকে পাই।যা আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রমানিত।

মহাবিশ্ব যে ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে তার সাক্ষ্যও আমরা কুরআন থেকে পাই।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

وَالسَّمَاۗءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার নিজ ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।[৫৬]

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবী বিশ্বাস করত যে সূর্য স্থির, গ্রহ এবং পৃথিবী তার চারপাশে ঘূর্ণায়মান। কিন্তু এই থিওরি বর্তমানে এসে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এখন বিজ্ঞান বলছে সূর্যও তার কক্ষপথে ঘুরছে।

কোরআন এই থিওরি বহু আগেই আমাদেকে জানিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন -

وَہُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ الَّیۡلَ وَالنَّہَارَ وَالشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ ؕ کُلٌّ فِیۡ فَلَکٍ یَّسۡبَحُوۡنَ

'তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।'[৫৭]

আধুনিক বিজ্ঞান আজকে বলে লোহা পৃথিবীর কোনো বস্তু নয় বরং তা অনেক বছর আগে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে এসে পড়েছে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

وَاَنۡزَلۡنَا الۡحَدِیۡدَ فِیۡہِ بَاۡسٌ شَدِیۡدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, তাতে প্রচন্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে।[৫৮]

সুউচ্চ যে পাহাড় আমরা দেখি, যার উচ্চতা ও সুন্দর্য দেখে আমরা হতবাক,বিমোহিত হই সে পাহাড় কিন্তু শুধু ভূপৃষ্ঠের উপরের দিক থেকেই উঁচু নয় বরং তা ভূপৃষ্ঠের নিচের দিক থেকেও অত্যন্ত গভীর।অর্থাৎ এর শিকর ভূপৃষ্ঠের বেশ গভীরে।

ভূতাত্ত্বিকগণ বলছেন পাহাড়ের যে অংশ মাটির উপরে দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি অংশ মাটির নিচে বিস্তৃত থাকে।পাহাড়ের উপরিভাগের উচ্চতার তুলনায় এর শিকড়গুলো প্রায় (5.6) গুণ বেশি গভীর হতে পারে এবং এগুলো ভূত্বকের ম্যান্টল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, যা পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে।

এমনকি ভূ-পৃষ্ঠের উপরে না থাকা এমন কিছু বিশাল পর্বত রয়েছে, যেগুলো এভারেস্টের চেয়েও চারগুণ উঁচু হতে পারে।অর্থাৎ পর্বতগুলো পেরেকের মতো মাটির ভেতরে প্রোথিত।

ভূতাত্ত্বিকগণও একি কথা বলেছেন।তারা বলেন-পাহাড়ের শিকড়গুলো পেরেকের মতো পৃথিবীর ভূত্বক ও ম্যান্টলকে একে অপরের সাথে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে, যা ভূমিকম্প এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কমাতে সাহায্য করে।

যে কথা বিজ্ঞান সেদিন জানতে পেরেছে কুরআন তা আমাদেরকে সারে ১৪০০ বছর আগেই জানিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন -

اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِہٰدًا ۙ وَّالۡجِبَالَ اَوۡتَادًا ۙ

আমি কি জমিনকে বানাইনি বিছানা সরূপ?আর পর্বতসমূহকে পেরেক?৫৯

তিনি আরো বলেন-

وَجَعَلۡنَا فِی الۡاَرۡضِ رَوَاسِیَ اَنۡ تَمِیۡدَ بِہِمۡ ۪ وَجَعَلۡنَا فِیۡہَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّہُمۡ یَہۡتَدُوۡنَ

আর আমি সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যেন তা পর্বতসমূহ নিয়ে একদিকে হেলে না পড়ে, আর আমি তাতে তৈরী করেছি প্রশস্ত রাস্তা, যেন তারা চলতে পারে।৬০

অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লা যদি পাহাড়কে মাটির ভেতর গেঁড়ে না দিতেন তাহলে পৃথিবীর ভারসাম্য ঠিক থাকতো না বরং তা একদিকে হেলে পড়তো এবং পৃথিবী মানুষের বাসের অনুপযোগী হয়ে যেতো।

আজ বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে মানুষের মিথ্যা বলার জন্য মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স অংশটি অর্থাৎ সামনের অংশটি দায়ী।কুরআন যা আমাদেরকে সারে ১৪০০ বছর আগেই জানিয়েছে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

كَلَّا لَئِنۡ لَّمۡ یَنۡتَہِ ۬ۙ لَنَسۡفَعًۢا بِالنَّاصِیَۃِ ۙ نَاصِیَۃٍ کَاذِبَۃٍ خَاطِئَۃٍ ۚ

কখনো নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি তাকে কপালের সম্মুখভাগের চুল ধরে টেনে- হিঁচড়ে নিয়ে যাব।মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ কপাল।৬১

একসময় ধারণা করা হতো ব্যাথা অনুভবের জন্য এককভাবে মস্তিষ্ক দায়ী। কিন্তু বিজ্ঞান আজ বলে ব্যাথা অনুভবের জন্য মস্তিষ্ক নয় বরং ত্বক দায়ী।কারণ ব্যাথা অনুভবের জন্য সংবেদনশীল কোষ প্রয়োজন যা মস্তিষ্কের নেই,ত্বকে রয়েছে।তাই মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হলেও রোগী কোনো ব্যথা অনুভব করেন না।ত্বকের মধ্যে থাকা বিশেষ রিসেপ্টর (নোসিসেপ্টর) আঘাত, চাপ বা তাপের সংস্পর্শে এলে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়।মস্তিষ্ক ব্যথার সংকেত গ্রহণ করার পর শুধুমাত্র সে অনুসারে প্রতিক্রিয়া দেখায়।ত্বকের এই সংবেদনশীলতার কথা আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

সেই সারে ১৪০০০ বছর আগে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি ছাড়া কে জানতেন এটা?

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

اِنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِاٰیٰتِنَا سَوۡفَ نُصۡلِیۡہِمۡ نَارًا ؕ کُلَّمَا نَضِجَتۡ جُلُوۡدُہُمۡ بَدَّلۡنٰہُمۡ جُلُوۡدًا غَیۡرَہَا لِیَذُوۡقُوا الۡعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَزِیۡزًا حَکِیۡمًا

নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব আগুনে। যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে তখনই আমি তাদেরকে পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে যাতে তারা আস্বাদন করে আযাব। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।৬২

আকাশ থেকে মুষলধারে যে বৃষ্টি আমরা নামতে দেখি তার ভান্ডার কিন্তু আকাশে জমা নেই বরং জমিন থেকে পানি বাষ্পীত হয়ে মেঘের সৃষ্টি হয়।বৃষ্টি মূলত চারটি ধাপে হয়: বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, মেঘ সৃষ্টি, এবং বৃষ্টিপাত।

সূর্যরশ্মির তাপে নদী, সাগর ও অন্যান্য জলাশয় থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে উপরের দিকে উঠে যায়। সেখানে বাতাস ঠান্ডা হয়ে জলীয় বাষ্প ছোট ছোট পানির বিন্দুতে পরিণত হয়।এই ক্ষুদ্র পানির কণাগুলো একত্রিত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে।মেঘের মধ্যে থাকা পানির কণাগুলো একে অপরের সাথে মিশে বড় হতে থাকে। যখন কণাগুলো এত ভারী হয়ে যায় যে বাতাস আর সেগুলোকে ধরে রাখতে পারে না, তখন সেগুলো বৃষ্টি হিসেবে মাটিতে ঝরে পড়ে।

আল্লাহ তায়া'লা কুরআনে এই কথাটিই বলেছেন -

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزۡجِىۡ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيۡنَهٗ ثُمَّ يَجۡعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الۡوَدۡقَ يَخۡرُجُ مِنۡ خِلٰلِهٖ‌ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنۡ جِبَالٍ فِيۡهَا مِنۡۢ بَرَدٍ فَيُصِيۡبُ بِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ وَيَصۡرِفُهٗ عَنۡ مَّنۡ يَّشَآءُ‌ؕ يَكَادُ سَنَا بَرۡقِهٖ يَذۡهَبُ بِالۡاَبۡصَارِ‌ؕ

তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ মেঘমালাকে পরিচালিত করেন, তারপর তিনি সেগুলোকে একত্রে জুড়ে দেন, তারপর সেগুলো স্তূপীকৃত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বৃষ্টি বের হয়। আর তিনি আকাশে স্থিত মেঘমালার পাহাড় থেকে শিলা বর্ষণ করেন। তারপর তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন। আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা সরিয়ে দেন। এর বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।৬৩

একসময় মনে করা হতো চাঁদের নিজস্ব আলো রয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান বলছে চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই বরং তা প্রতিফলিত আলো।সূর্য যেহেতু একটি নক্ষত্র।তাই সূর্য পারমাণবিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের আলো তৈরি করে।আর সূর্যের এই আলোই চাঁদের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়।ফলে চাঁদকে আমরা আলোকিত দেখি।

চাঁদের আলো যে প্রতিফলিত আলো কুরআন তা আমাদেরকে সারে ১৪০০ বছর আগেই জানিয়েছে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

تَبٰرَكَ الَّذِىۡ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوۡجًا وَّجَعَلَ فِيۡهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيۡرًا

বরকতময় সে সত্তা যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন বিশালকায় গ্রহসমূহ। আর তাতে প্রদীপ ও আলো বিকিরণকারী চাঁদ সৃষ্টি করেছেন।৬৪

ہُوَ الَّذِىۡ جَعَلَ الشَّمۡسَ ضِيَآءً وَّالۡقَمَرَ نُوۡرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُوۡا عَدَدَ السِّنِيۡنَ وَالۡحِسَابَ‌ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالۡحَقِّ‌ ۚ يُفَصِّلُ الۡاٰيٰتِ لِقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَ

তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময় আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।৬৫

আরবিতে সূর্যকে বলা হয় শামস এবং সূর্যের আলোকে বলা হয় সিরজ যার অর্থ জলন্ত বাতি।আর চাঁদকে আরবিতে বলা হয় কমার এবং চাঁদের আলোকে বলা হয় নূর বা মনির যার অর্থ প্রতিফলিত আলো বা ধার করা আলো।
কুরআন কত আগেই আমাদেরকে সত্য জানিয়ে রেখেছে।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ

আর নিশ্চয় চতুষ্পদ জন্তুতে রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষা। তার পেটের ভেতরের গোবর ও রক্তের মধ্যখান থেকে তোমাদেরকে আমি দুধ পান করাই, যা খাঁটি এবং পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দকর।৬৬

চতুষ্পদ জন্তু থেকে প্রাপ্ত দুধ যে মূলত তাদের পরিশোধিত রক্ত যা একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় তা বিজ্ঞান আমাদেরকে সেদিন জানিয়েছে। অথচ কুরআন তা আমাদেরকে সারে ১৪০০ বছর আগেই জানিয়েছে।

একসময় মানুষ ভাবতো শুধু মানুষ এবং জীব- জন্তুর মধ্যেই হয়তো জোড়া হয়।কিন্তু না।জোড়া শুধু মানুষ ও জীব- জন্তুর মধ্যেই হয়না।বরং বিজ্ঞান আজ আমাদেরকে বলছে প্রতিটি পদার্থেরই বিপরীতধর্মী জোড়া রয়েছে।
বিজ্ঞান যা আজ আমাদেরকে বলছে কুরআন তা সারে ১৪০০ বছর আগে আমাদেরকে জানিয়েছে। নিশ্চয়ই যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বাধিক জানেন।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন-

وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

আর প্রত্যেক বস্তু থেকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আশা করা যায়, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।৬৭

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

পবিত্র ও মহান সে সত্তা যিনি সকল জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যমীন যা উৎপন্ন করেছে তা থেকে, মানুষের নিজদের মধ্য থেকে এবং সে সব কিছু থেকেও যা তারা জানে না।৬৮

অর্থাৎ জোড়া রয়েছে মানুষের মধ্যে, জোড়া রয়েছে উদ্ভিদের মধ্যেও এমনকি জোড়া রয়েছে এমনসব বিষয়ের যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই।

কুরআনের সাহিত্যিক ও ভাষাগত মান অত্যন্ত উঁচু মানের।এর ভাষা, রচনাশৈলী ও বিন্যাসপদ্ধতি যেমন স্বচ্ছ তেমন অভিনব।এর রচনাশৈলী এতটাই নিপুণ যে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ কুরআনের অনুরূপ কোনো গ্রন্থ রচনা করতে পারেনি এবং পারবেও না।
সয়ং আল্লাহ এই বিষয়ে গোটা মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

বল, 'যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাযির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়'।৬৯

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

নাকি তারা বলে, 'সে এটা রচনা করেছে'? বল, 'তাহলে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।৭০

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

নাকি তারা বলে, 'সে তা বানিয়েছে'? বল, 'তবে তোমরা তার মত একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।৭১

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰي عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۠ وَادْعُوْا شُهَدَاۗءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ۝

আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।অতএব যদি তোমরা তা না কর- আর কখনো তোমরা তা করবে না- তাহলে আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।[৭২]

আল্লাহ প্রথমে গোটা মানবজাতি ও জিন জাতিকে একত্রে মিলে হলেও কুরআনের অনুরূপ আরেকটি গ্রন্থ রচনার আহ্বান জানান। এরপর আল্লাহ চ্যালেঞ্জ আরো সহজ করে বলেন অন্তত কুরআনের অনুরূপ দশটি সুরা রচনা করে দেখাতে। সবশেষে আল্লাহ অন্তত একটি সুরার অনুরূপ সুরা রচনা করার কথা বলেন।কুরআন নাযিল হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ কুরআনের একটি সুরার অনুরূপ সুরাও রচনা করতে পারেনি,কখনো পারবেও না।

কুরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো তরফ থেকে আসত, তাহলে নিশ্চয়ই এতে অনেক অসঙ্গতি বা পরস্পরবিরোধী কথা থাকত।কিন্তু কুরআনে এমন কোনো কথা নেই যা পরস্পর বিরোধী।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।[৭৩]

কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা নাযিলের পর থেকে এখন পর্যন্ত হুবহু রয়েছে। কুরআন ছাড়া আপনি আর কোনো গ্রন্থ পাবেন না যা অবিকৃত রয়েছে।বরং কুরআন ছাড়া সকল গ্রন্থই চরম বিকৃত।

এটা প্রমাণ করে যে, কুরআন অনন্য,সত্য,নির্ভূল,নিখুঁত। প্রমান করে এটি কোনো মানব রচিত গ্রন্থ নয় বরং কুরআন বিশ্বজগতের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার তরফ থেকে নাযিলকৃত।যাতে সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

আলিফ লাম-মীম।এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।[৭৪]

মুহাম্মদ সাঃ আল্লাহর সত্য নবী

আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি আমাদেরকে ভিষন ভালোবাসেন।ভালোবাসেন বলে আমাদেরকে সৃষ্টি করে আমাদের ব্যপারে বেখবর হয়ে যাননি।পথহারা করে ছেড়ে দেননি।সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তিনি আমাদেরকে জীবনবিধান হিসেবে দিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[৭৫]

কুরআন যেহেতু মানবজাতির জন্য সম্পুর্ন জীবনবিধান তাই এই মহা গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য নিঃসন্দেহে একজন মহান শিক্ষক প্রয়োজন।কারণ পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য অবশ্যই শিক্ষক প্রয়োজন। এজন্যই মানবজাতিকে আল্লাহর দীন শিক্ষা দেওয়া জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অনেক নবী - রাসুল প্রেরণ করেছেন। যারা পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রচার করেছেন,মানুষকে আল্লাহর দীন শিক্ষা দিয়েছেন। অবিশ্বাসীদের আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং বিশ্বাসীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। নবী-রাসুলদের এই ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে প্রথম মানব আদম আঃ এর মাধ্যমে এবং শেষ হয়েছে হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর মাধ্যমে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয় বরং সে আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী।আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।[৭৬]

প্রতিটি মুসলিম মনের গভীর থেকে বিশ্বাস করে মুহাম্মদ সাঃ আল্লাহর একজন সত্য নবী। তাঁর নবুয়্যাতের সত্যতার ব্যপারে সন্দেহের কোনো সুযোগই নেই।মুসলিম -অমুসলিম যে কেউ নিষ্ঠার সাথে তাঁর জীবনী পড়বে সেই তাঁকে ভালোবাসতে বাধ্য হবে এবং বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে তিনি আল্লাহর একজন নবী ও রাসুল।

মূলত কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমেই নবীজি সঃ এর নবুয়্যাত প্রমাণিত হয়ে যায়। যেহেতু কুরআন মুহাম্মদ সাঃ এর উপরে নাযিল হয়েছে এবং তিনিই কুরআন প্রচার করেছেন কাজেই কুরআন আল্লাহর কিতাব প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথেই মুহাম্মদ সাঃ আল্লাহর নবী ও রাসুল তা প্রমাণিত হয়ে যায়। যা আমরা আগেই প্রমাণ করে দেখিয়েছি।

তবুও আমরা নবীজি সাঃ এর নবুয়্যাতের আরো কিছু প্রমান উপস্থাপন করছি যা স্পষ্ট করে যে তিনি অবশ্যই আল্লাহর নবী ও রাসুল ছিলেন।

অবিশ্বাসীদের একটা বড় অংশ বলে কুরআন মুহাম্মদ সাঃ এর রচিত। এটা আমরা আগেই প্রমাণ করেছি যে কুরআন কোনো ভাবেই নবীজি সাঃ এর রচিত হতে পারে না।কারণ তিনি পড়াশোনা জানতেন না।

তাঁর নিরক্ষরতার ব্যপারে আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۡ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মী নবী; যার গুণাবলী তারা নিজদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃংখল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।[৭৭]

ہُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ * وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা, যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।আর তাদের অন্যান্যদের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি।আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৭৮]

সেই সারে ১৪০০ বছর আগে একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে কুরআন রচনা করা কোনো ভাবেই সম্ভব ছিল না।না তিনি তেমন ধরনের মানুষ ছিলেন আর না তাঁর এটা করার কোনো প্রয়োজন ছিল।

আমরা জানি যে মুহাম্মদ সাঃ বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন।তিনি তাঁর পুরো জীবন জুড়ে একটিও মিথ্যে কথা বলেননি।এমনকি তাঁর ঘোর শত্রুও কখনো বলতে পারেনি যে তিনি কখনো মিথ্যে বলেছেন।

তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি।তাঁর বিশ্বস্ততার জন্য তাঁকে সবাই আল-আমিন বলে ডাকত।এমনকি তার চরম শত্রু যারা কিনা তাঁকে সত্য নবী হিসেবে মেনে নেয়নি এবং তাঁকে কষ্ট দেওয়ার কোনো মাধ্যম হয়তো বাকি রাখেনি তারা পর্যন্ত তাদের মুল্যবান জিনিস তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত।এর প্রমাণ আমরা নবীজি সাঃ এর হিজরতের ঘটনায় পাই।যখন তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করছিলেন, সেই মুহুর্তে যখন তাঁকে হত্যা করার জন্য তার শত্রুরা তাঁর দরজার বাহিরে দাড়িয়ে ছিল,তখনও তাঁর কাছে তাঁর শত্রুদের মাল গচ্ছিত ছিল এবং এমন কঠিন মুহুর্তেও তিনি তাঁর আমানতকারীতা ভুলে যাননি।তিনি তাঁর চাচাতে ভাই আলি রাঃ কে বলে যান তিনি যেনো গচ্ছিত মাল তার মালিককে দিয়ে দেয়।কাজেই তাঁর মতো সৎ,বিশ্বস্ত, সত্যবাদী একজন মানুষ নিজের নবুয়্যাতের ব্যপারে কিছুতেই মিথ্যা বলতে পারেন না।

আপনি বলতে পারেন তিনি অর্থ,সম্পদ,যশ,খ্যাতির জন্য ইসলাম প্রচার করেছেন। সেটারও প্রয়োজন তাঁর ছিল না।কারণ তিনি ইতিমধ্যেই সম্পদশালী,সম্মানিত ছিলেন।

আমরা জানি মুহাম্মদ সাঃ এর বিয়ে খাদিজা রাঃ এর সাথে হয়েছিল যিনি অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন।বিয়ের পর তিনি তার সকল সম্পদ এবং ব্যাবসায়ের দায়িত্ব মুহাম্মদ সাঃ কে দিয়ে দেন। যিনি সেই সম্পদ গরিব-দুঃখী,অভাবীদের উপর খরচ করেন।নবীজি সাঃ যদি অর্থ লোভী হতেন তবে তিনি সেই সম্পদ নিজের বিলাসিতার পেছনে খরচ করতেন,গরীব-দুঃখীদের পিছনে নয়।তাঁর সম্পূর্ণ জীবন সংরক্ষিত আছে,কেউ দেখাতে পারবে না তিনি বিলাসিতায় জীবন কাটিয়েছেন বরং তিনি সর্বাবস্থায় সাধারণ জীবন যাপন করেছেন।এমন নয় যে তিনি পারতেন না প্রাচুর্যের মাঝে থাকতে। বরং তিনি সাধারণ জীবনকেই বেছে নিয়েছিলেন।

মক্কার নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন তাঁকে অর্থ,সম্পদ,যশ,খ্যাতি কিংবা নারীর লোভ দেখিয়ে বলেছিল তুমি শুধু ইসলাম প্রচার ছেড়ে দাও। বিপরীতে তিনি বলেছিলেন আমার এক হাতে সূর্য আরেক হাতে চন্দ্র এনে দিলেও আমি এ সত্য প্রচার করা থেকে বিরত থাকবো না।তিনি যদি এই নগন্য জিনিসের প্রতি লোভী থাকতেন তাহলে এটা তাঁর জন্য সূবর্ণ সুযোগ ছিল।

আপনি বলতে পারেন তিনি সম্মান লাভের জন্য ইসলাম প্রচার করেছেন। কিন্তু না,এটার ও তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ তিনি ইতিমধ্যেই সম্মানিত ছিলেন।

আমরা জানি তিনি মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশের শ্রেষ্ঠ গোত্রের,শ্রেষ্ঠ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।সে সময় কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল কুরাইশ বংশের উপর। এ কারণে কুরাইশ বংশের বিশেষ মর্যাদা ছিল অন্যান্য বংশের উপর।কুরাইশ বংশের মধ্য বনু হাশিম সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ছিল।মুহাম্মদ সাঃ বনু হাশিম গোত্রের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন বনু হাশেম গোত্রের সরদার এবং কুরাইশদের প্রভাবশালী নেতা।কাবা ঘরের দায়িত্বে থাকা এবং তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রায় সবাই মুহাম্মদ সাঃ এর পরিবারের সদস্য অথবা নিকটাত্মীয় ছিল।কাজেই তাঁর নতুন করে সম্মানিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

আপনি বলতে পারেন তিনি নেতৃত্বের জন্য ইসলাম প্রচার করেছেন। কিন্তু না সেটা বলারও আপনার কোনো সুযোগ নেই। স্বাভাবিক ভাবে একজন মানুষ নেতৃত্ব চায় অর্থ,সম্পদ,কিংবা প্রভাব বিস্তারের জন্য।কিন্তু তিনি যে এসবের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না তা আমরা আগেই বর্ণনা করেছি।

আর তিনি আসলেই নেতা হতে চাইলে তাঁর জন্য তা খুবই সহজ ছিল।কারণ তিনি তেমন পরিবারেই বড় হয়েছেন।অধিকন্তু তিনি বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত সৎ,সত্যবাদী,ন্যায়বিচারক,বিনয়ী ছিলেন।তার সততার জন্য মক্কার সবাই তাকে ভালোবাসতেন এবং যেকোনো সমস্যায় তাঁর সিদ্ধান্ত পছন্দ করতেন।এর প্রমাণ আমরা কাবা ঘরের হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের ঘটনায় পাই।যেখানে মুহাম্মদ সাঃ এর ফায়সালা সবাই আনন্দের সাথে মেনে নেন।কাজেই নেতা হওয়ার জন্য তাঁর পরিবার,পরিবেশ সবই ছিল।তাঁর আলাদা করে নতুন কিছু উদ্ভব করার প্রয়োজন ছিল না।

আবু সুফিয়ান যিনি একসময় মুহাম্মদ সাঃ এর ঘোর শত্রু ছিলেন,সম্রাট হিরাকল যখন তাকে মুহাম্মদ সাঃ এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তিনি পর্যন্ত তাঁর ব্যপারে সামান্য খারাপ মন্তব্য করতে পারেননি।কারণ তিনি জানতেন তিনি যদি মিথ্যা বলেন তাহলে অবশ্যই তার মিথ্যা প্রকাশ

পেয়ে যাবে ফলে তিনি লাঞ্ছিত হবেন।কারণ মুহাম্মদ সাঃ এর আখলাক এতো সুন্দর ছিল যে তাঁর ব্যাপারে সামান্য খারাপ মন্তব্য করার দুঃসাহস তার ছিল না। হাদিসটি নিম্নরূপ -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ ـ وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّأْمِ ـ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا. فَقَالَ أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ، فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. فَوَاللَّهِ لَوْلاَ الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَىَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ. قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لاَ. قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لاَ. قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لاَ. قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لاَ. قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. قَالَ وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ وَ(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَىَّ الإِسْلاَمَ

আবুল ইয়ামান হাকাম ইবনে নাফি' (রাহঃ) ..... আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ান ইবনে হরব তাকে বলেছেন, বাদশাহ হিরাকল একবার তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি কুরাইশদের কাফেলায় তখন ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবু সুফিয়ান ও কুরাইশদের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিবদ্ধ ছিলেন। আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীদের সহ হিরাকলের কাছে এলেন এবং তখন হিরাকল জেরুযালেমে অবস্থান করছিলেন। হিরাকল তাদেরকে তাঁর দরবারে ডাকলেন। তার পাশে তখন রোমের নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিল। এরপর তাদের কাছে ডেকে নিলেন এবং দোভাষীকে ডাকলেন।তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করে তোমাদের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে তাঁর সবচেয়ে নিকটাত্মীয় কে? আবু সুফিয়ান বললেন, আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমিই তাঁর নিকটাত্মীয়। তিনি বললেন, তাঁকে আমার খুব কাছে নিয়ে এস এবং তাঁর সঙ্গীদেরও কাছে এনে পেছনে বসিয়ে দাও।

এরপর তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাদের বলে দাও, আমি এর কাছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবো, সে যদি আমার কাছে মিথ্যা বলে, তবে সাথে সাথে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রকাশ করবে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর কসম! তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে-এ লজ্জা যদি আমার না থাকত, তবে অবশ্যই আমি তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম। এরপর তিনি তাঁর সম্পর্কে আমাকে প্রথম যে প্রশ্ন করেন তা হচ্ছে-

তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশমর্যাদা কেমন? আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে অতি সম্ভ্রান্ত বংশের। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এর আগে আর কখনো কি কেউ একথা বলেছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কি কেউ বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন,সম্ভ্রান্ত লোকেরা তার অনুসরণ করে নাকি সাধারণ লোকেরা ? আমি বললাম, সাধারণ লোকেরা। তিনি বললেন, তারা কি সংখ্যায় বাড়ছে, না কমছে? আমি বললাম, তারা বেড়েই চলেছে। তিনি বললেন, তাঁর দ্বীন গ্রহণ করার পর কেউ কি নারায হয়ে তা পরিত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, নবূয়তের দাবীর আগে তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি কি চুক্তি ভঙ্গ করেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে আব্দ্ধ আছি। জানিনা, এর মধ্যে তিনি কি করবেন।আবু সুফিয়ান বলেন, এ কথাটুকু ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে আর কোন কথা সংযোজনের সুযোগই আমি পাইনি। তিনি বললেন, তোমরা কি তাঁর সাথে কখনো যুদ্ধ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ কেমন হয়েছে? আমি বললাম, তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কুয়ার বালতির ন্যায়। কখনো তাঁর পক্ষে যায়, আবার কখনো আমাদের পক্ষে আসে। তিনি বললেন, তিনি তোমাদের কিসের আদেশ দেন? আমি বললাম, তিনি বলেনঃ তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর শরীক করো না এবং তোমাদের বাপ-দাদার ভ্রান্ত মতবাদ ত্যাগ কর। আর তিনি আমাদের নামায আদায় করার, সত্য কথা বলার, নিষ্কলুষ থাকার এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দেন।

তারপর তিনি দোভাষীকে বললেন, তুমি তাকে বল, আমি তোমার কাছে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তুমি তার জওয়াবে উল্লেখ করেছ যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, এ কথা তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেছে কিনা? তুমি বলেছ, না। তাই আমি বলছি যে, আগে যদি কেউ এ কথা বলে থাকত, তবে অবশ্যই আমি বলতে পারতাম, এ এমন ব্যক্তি, যে তাঁর পূর্বসূরীর কথারই অনুসরণ করছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কোন বাদশাহ ছিলেন কি না? তুমি তার জবাবে বলেছ, না। তাই আমি বলছি যে, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে যদি কোন বাদশাহ থাকতেন, তবে আমি বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর বাপ-দাদার বাদশাহী ফিরে পেতে চান।আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি- এর আগে কখনো তোমরা তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ কি না? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বুঝলাম, এমনটি হতে পারে না যে, কেউ মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করবে অথচ আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, শরীফ লোক তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোক? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকই তাঁর অনুসরণ করে। আর বাস্তবেও এরাই হন রাসূলগণের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানে পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত এ রকমই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁরা দ্বীনে দাখিল হওয়ার পর নারায হয়ে কেউ কি তা ত্যাগ করে? তুমি বলেছ, না। ঈমানের স্নিগ্ধতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে ঈমান এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন কি না? তুমি বলেছ, না। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণ এরূপই, চুক্তি ভঙ্গ করেন না।আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি তিনি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেন। তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের এক আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করার নির্দেশ দেন। তিনি তোমাদের নিষেধ করেন মূর্তিপূজা করতে আর তোমাদের আদেশ করেন নামায আদায় করতে, সত্য কথা বলতে ও কলুষমুক্ত থাকতে। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে

শীঘ্রই তিনি আমার এ দু পায়ের নীচের জায়গার মালিক হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্যে থেকে হবেন, এ কথা ভাবিনি। যদি জানতাম, আমি তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য আমি যে কোন কষ্ট স্বীকার করতাম। আর আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম তবে অবশ্যই তাঁর দুখানা পা ধুয়ে দিতাম।

এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সেই পত্রখানি আনতে বললেন, যা তিনি দিহয়াতুল কালবীর মাধ্যমে বসরার শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল-

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে)। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল মুহাম্মাদএর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাকল এর প্রতি। --শান্তি (বর্ষিত হোক) তার প্রতি, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরষ্কার দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সব প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে।

قُلْ يٰٓاَہْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

*“হে আহলে কিতাব! এস সে কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ্ ব্যতীত রব রূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলো, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।’*৭৯

আবু সুফিয়ান বলেন, হিরাকল যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এবং পত্র পাঠও শেষ করলেন, তখন সেখানে শোরগোল পড়ে গেল, চিৎকার ও হৈ-হল্লা তুঙ্গে উঠল এবং আমাদের বের করে দেওয়া হল। আমাদের বের করে দিলে আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, আবু কাবশার ছেলের(মুহাম্মদ সাঃ বিষয়তো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, বনু আসফার (রোম)-এর বাদশাহও তাকে ভয় পাচ্ছে। তখন থেকে আমি বিশ্বাস করতে লাগলাম, তিনি শীঘ্রই জয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করলেন।৮০

একজন মানুষ যিনি সবচেয়ে সত্যবাদী,সবচেয়ে সৎ,ন্যায়পরায়ন,যিনি ইতিমধ্যে সমাজে সম্মানিত, যিনি অঢেল সম্পদের অধিকারী আর যিনি লোভী কিংবা ক্ষমতা প্রেমীও নয় এবং যিনি তাঁর পরিবার নিয়ে যথেষ্ট সুখে আছেন কেনো তিনি এমন কিছু প্রচার করবেন যার কারণে তাঁকে নানা দুঃখ -কষ্ট,প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে? যার জন্য তাঁর হারাতে হবে সবচেয়ে প্রিয় মানুষগুলোকে?হারাতে হবে প্রিয় সাহাবীদেরকে? পদে পদে হতে হবে অপমানিত? যদি তিনি দুনিয়াবি স্বার্থে ইসলাম প্রচার করতেন তাহলে তাঁকে তায়েফে গিয়ে রক্তাক্ত হতে হতো না।যদি তিনি সত্য নবী না হতেন তাহলে তায়েফবাসীর এহেন আচরণের বিপরীতে তিনি বলতেন না “হে আল্লাহ যদি আপনি কিছু না মনে করেন তাহলে এসবের কিছুতেই আমার কিছু যায় আসে না”। একজন সত্য নবী, একজন চরম ক্ষমাশীল ব্যক্তি ছাড়া কে এভাবে বলতে পারে?আপনি বলছেন তিনি অর্থ লোভী ছিলেন অথচ সিরাত বলছে মাসের পর মাস তাঁর ঘরে আগুন জ্বলতো না।সামান্য কিছু খেজুর,পানি আর মাঝে মাঝে সামান্য দুধ খেয়ে তাঁর দিন কাটাতে হতো।কখনো বা ক্ষুদার তীব্রতায় তিনি পেটে পাথর বেধে রাখতেন।কখনোই তিনি প্রয়োজনের বেশি খাবার জমিয়ে রাখতেন না বরং দান করে দিতেন।

আপনার এখনো মনে হয়,মুহাম্মদ সাঃ সত্য নবী ছিলেন না?

তাহলে পূর্বোক্ত আয়াতটিই আবার উল্লেখ করতে চাই-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِيْ فِى الصُّدُوْر

বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়।৮১

ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্মঃ

আমরা দেখেছি আল্লাহ তায়া'লাই এই বিশাল মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও রব।তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আল কুরআন আল্লাহর কিতাব এবং মুহাম্মদ সাঃ আল্লাহর সত্য নবী। সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীনই হচ্ছে ইসলাম।যেহেতু আল্লাহ সত্য,তাঁর কিতাব সত্য,তাঁর নাবী মুহাম্মদ সাঃ সত্য, কাজেই তাঁর মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলাম-ই সত্য।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।[৮২]

তিনি আরো বলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করলাম। ৮৩

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয় বরং ইসলাম হচ্ছে একটি দ্বীন বা সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।ধর্ম আর দ্বীনের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে।সাধারণত ধর্ম বলতে কিছু আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস এবং রীতিনীতির সমষ্টিকে বোঝায়।কিন্তু দ্বীন শব্দটি আরো বিস্তর অর্থ বহন করে। দ্বীন শব্দের অর্থ সম্পুর্ণ জীবন ব্যবস্থা।ইসলামে দ্বীন হলো আল্লাহর নির্ধারিত একটি সম্পুর্ণ জীবন-ব্যবস্থা বা পথ, যা মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য একটি সামগ্রিক নির্দেশিকা।সহজে বলতে গেলে দ্বীন হলো আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ(ইবাদতের একমাত্র যোগ্য সত্তা) মেনে নিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে আসা সমস্ত বিধিনিষেধ অনুযায়ী সম্পুর্ন জীবন পরিচালিত করা।ইসলাম একজন মানুষের ব্যক্তিগত,সামাজিক,রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক, সহ সকল দিক পরিচালনা করে।

ইসলাম শুধুমাত্র কিছু ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলাম একজন মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরের অধিকার ও দায়িত্ব নিশ্চিত করে।

আপনি ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম পাবেন না যে ধর্ম একজন মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে আলোচনা করে এবং সমাধান দেয়।ইসলাম ছাড়া বাকি সব ধর্মই শুধু কিছু রীতিনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইসলাম ছাড়া বাকি কোনো ধর্মে একজন মানুষ তার জীবনের সকল সমস্যার সমাধান পাবে না।পাবে না জীবনের কোনো প্রকৃত অর্থ,উদ্দেশ্য।পাবে না তার গন্তবে পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে সরল,সঠিক পথ। ইসলাম একজন মানুষের জীবনকে প্রকৃত অর্থবহ করে তোলে।একজন প্রকৃত মুসলিম জানে তাকে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। উদ্দ্যেশ্য আছে তার জীবন -মৃত্যুর।তার আছে একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।৮৪

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল। ৮৫

একজন প্রকৃত মুসলিম জানে তার জীবন চতুষ্পদ জন্তুর মতো শুধু খাবার-দাবার আর জৈবিক চাহিদার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।তাকে তার জীবনের করা প্রতিটি কাজের হিসাব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে দিতে হবে। কিন্তু একজন মানুষ কিভাবে বুঝবে কিসে তার কল্যান আর কিসে তার অকল্যান?কিভাবে সে বুঝবে কোন পথ প্রশান্তির আর কোন পথ ভ্রান্তির? কোন পথ তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে আর কোন পথ জাহান্নামে? মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে কখনোই এটা বোঝা সম্ভব নয়। যদি না যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানিয়ে দেন।যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি অধিক জানেন না?হ্যা।নিশ্চয়ই যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অধিক জানেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন-

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। ৮৬

তাই বিধান শুধু তাঁরই।তিনিই তাঁর বান্দার জন্য ইসলামকে সম্পুর্ন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে দিয়েছেন। যাতে তাঁর বান্দারা সরল,সঠিক পথ পেতে পারে এবং সহজে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে।

কাজেই ইসলামের কিছু বিধান মানা আর কিছু বিধান না মানার কোনো সুযোগ কারো নেই।ইসলামের প্রতিটি বিধান আপনি মানতে বাধ্য। আপনি কিভাবে ইসলামের কোনো বিধান নিয়ে আপত্তি তুলতে পারেন অথবা সময়ের সাথে অসামঞ্জস্য বলতে পারেন অথবা সামান্য সন্দেহে ভুগতে পারেন?যেখানে বিধান এসেছে বিশ্ব জগতের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার তরফ থেকে যিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন। ৮৭

যেমনটা আমরা বলেছিলাম ইসলাম একজন মানুষের ব্যক্তিগত,সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সহ সকল বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়।

ব্যক্তিজীবনে ইসলাম:

ইসলাম একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছে।একজন শিশুর জন্ম, তার নাম রাখা,তাকে দ্বীনি তরবিয়ত দেওয়া বা আদব-কায়দা শেখানো, তার প্রকৃত এবং কল্যানকর শিক্ষার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ তার দ্বীনি ইলমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।আবার ব্যক্তিগত জীবনে ইমানের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ,রোজা,হজ,যাকাত আদায় করা, হালাল-হারাম অনুযায়ী সম্পুর্ন জীবন পরিচালিত করা, সর্বদা সত্য কথা বলা,কখনো মিথ্যা না বলা,সবার সাথে ভালো আচরণ করা,কাউকে কষ্ট না দেওয়া,নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা,উত্তম খাবার গ্রহণ করা,নিজের যত্ন নেওয়া, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা,আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা ইত্যাদি।

পারিবারিক জীবনে ইসলাম:

পারিবারিক জীবনে ইসলাম বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। বাবা-মা কে সম্মান করা,তাদের যত্ন নেওয়া, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা,যার উপর যে দায়িত্ব ন্যাস্ত তা সঠিকভাবে পালন করা,বড়দের সম্মান করা,ছোটদের ভালোবাসা ইত্যাদি।

সামাজিক জীবনে ইসলাম :

সামাজিক জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, ঐক্য বজায় রাখার জন্য যা যা প্রয়োজন ইসলাম সেই সব কিছুর আদেশ দেয়।সমাজে সবার সাথে ভালো আচরণ করা, কাউকে কষ্ট দেওয়া বা হেয়ো প্রতিপন্ন না করা,কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না রাখা, প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নেওয়া,বিপদে সবাই সবার পাশে থাকা,অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়া এবং অপরের সুখে আনন্দিত হওয়া।সবাই মিলে মিশে থেকে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম :

ইসলাম সবসময় ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলে, যেখানে সম্পদের সুষম বণ্টন ও ধনীদের উপর দরিদ্রদের হক নিশ্চিত করা হয়। অর্থাৎ ধনীকে অবশ্যয়ই তার সম্পদ থেকে যাকাত দিতে হবে। এতে করে সমাজ থেকে শ্রেনি বৈষম্য দুর হবে,চুরি,ছিনতাই কমে যাবে সর্বপরি সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।ইসলাম গরিব-দুঃখীকে দান- সদকা করতে উৎসাহিত করে এবং সুদ গ্রহনকে ইসলাম সরাসরি নিষেধ করে কারণ সুদ ইসলামে সম্পুর্ন হারাম।কোনো ভাবেই সুদের লেন-দেন করা যাবে না।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۝فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ۝

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও।কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের যুলম করা হবে না। [৮৮]

ব্যবসার ক্ষেত্রে একজন মানুষকে হতে হবে সৎ।ব্যবসা করতে হবে ন্যায্যতার ভিত্তিতে এবং শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে।এভাবে ইসলাম একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম :

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান একদমই স্পষ্ট। একজন শাসককে অবশ্যই ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী রাস্ট্র পরিচালনা করতে হবে।অর্থাৎ রাস্ট্রের সংবিধান হবে কুরআন।কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী প্রতিটি কাজ বাস্তবায়িত হবে।একজন ইসলামি শাসক হবেন প্রকৃত মু'মিন,আল্লাহ ভীরু, তিনি হবেন ন্যায়পরায়ন,হবেন নির্ভীক,দয়ালু, প্রজ্ঞাবান।জনগণের প্রতি সামান্য জুলুমের ব্যপারেও তিনি আল্লাহকে ভয় করবেন।তিনি জনগনের কল্যানে কাজ করবেন।রাস্ট্রে ন্যায়বিচার ,শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবেন।তিনি জনগণের আমানত,হকের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকবেন।তিনি নিজেকে জনগণের সেবক ভাববেন প্রভু নয় এবং এমন শাসকের প্রতি জনগনের আনুগত্য অপরিহার্য।

এভাবে ইসলাম একজন মানুষকে প্রতিটি বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে সিরাত্বল মুসতাক্বিমের পথে পরিচালিত করে।ইসলাম অনুসরণ করার মাধ্যমে একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে।ব্যক্তিজীবন,পারিবারিক জীবন, সামাজিক,রাষ্ট্রীয় জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম শান্তি - শৃঙ্খলা স্থাপন করে।একমাত্র ইসলাম অনুসরণের মাধ্যমেই একজন মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত উভয়খানে সফলতা অর্জন করে এবং পৌঁছে যায় তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।যার জন্য সে পৃথিবীতে এসেছিল।হ্যা।এটাই চূড়ান্ত সফলতা।
যেহেতু ইসলাম ছাড়া সত্য আর কোনো দ্বীন নেই তাই ইসলাম ছাড়া কেউ অন্য দ্বীন অন্বেষণ করলে তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [৮৯]

তথ্যসুত্র

১।সুরা রুম,৩০

২।সুরা গশিয়াহ, ১৭-২০

৩।সুরা তূর, ৩৫

৪।সুরা যারিয়াত,২০-২১

৫।সুরা আর রহমান,০৩

৬।সুরা আলাক্ব,০২

৭।সুরা ত্ব-হা,৫০

৮।সুরা ওয়াক্বিয়া,৫৮

৯।সুরা সাজদাহ,০৭

১০।সুরা তীন,০৪

১১।সুরা আন'আম,১০২

১২।সুরা আন'আম,০১

১৩।সুরা মারইয়াম,৬৫

১৪।সুরা আম্বিয়া,৩০

১৫।সুরা ইয়াসিন, ৩৮-৪০

১৬।সুরা ইয়াসিন ৩৩-৩৫

১৭।সুরা ওয়াক্বিয়া,৬৩-৬৫

১৮।সুরা ওয়াক্বিয়া,৬৮-৭০

১৯।সুরা মুলক,৩০

২০।সুরা আন'আম,১০৪

২১।সুরা হজ্জ,৪৬

২২।সুরা ইখলাস

২৩।সুরা বাক্বরা,২৫৫

২৪।সুরা হাশর,২২-২৩

২৫।সুরা কাসাস,৭০

২৬।সুরা বাক্বরা, ১৬৩

২৭।সুরা নাহল,৭৩-৭৪

২৮।সুরা আম্বিয়া, ২২

২৯।সুরা আম্বিয়া, ২১

৩০।সুরা আল আরাফ,১৯১

৩১।সুরা হজ্জ ৭৩

৩২।সুরা ইউসুফ, ৪০

৩৩।সুরা কাসাস,৭১

৩৪।সুরা কাসাস,৭২

৩৫।সুরা আনকাবুত ৬৩

৩৬।সুরা আল ইমরান, ১৮

৩৭।সুরা বাক্বরা,১৭০

৩৮।সুরা আম্বিয়া, ৫৩-৫৪

৩৯।সুরা সফফাত,৬৯-৭০

৪০।সুরা তাওবাত,৩১

৪১।সুরা আনআম,১০১

৪২।সুরা বাক্বরা, ১১৬

৪৩।সুরা মারইয়াম,৪৭

৪৪।সুরা আম্বিয়া,২৬

৪৫।সুরা মাইদাহ,১১৬

৪৬।সুরা মাইদাহ,৭২

৪৭।সুরা মাইদাহ,৭৩

৪৮।সুরা মুমিন,২৩

৪৯।সুরা নাহল,২২

৫০।সুরা ইউসুফ, ১০৬

৫১।সুরা যারিয়াত,৫৬

৫২।সুরা ইয়াসিন,১-২

৫৩।সুরা হাক্কহ,৪৩

৫৪।সুরা জাসিয়া,১-২

৫৫।সুরা আম্বিয়া, ৩০

৫৬।সুরা যারিয়াত,৪৭

৫৭।সুরা আম্বিয়া,৩৩

৫৮।সুরা হাদীদ,২৫

৫৯।সুরা নাবা,৬-৭

৬০।সুরা আম্বিয়া,৩১

৬১।সুরা আলাক,১৫-১৬

৬২।সুরা নিসা,৫৬

৬৩।সুরা,নূর,৪৩

৬৪।সুরা ফুরক্বন,৬১

৬৫।সুরা ইউনুস,০৫

৬৬।সুরা নাহল,৬৬

৬৭।সুরা যারিয়াত,৪৯

৬৮।সুরা ইয়াসিন,৬৮

৬৯।সুরা বনী ইসরাইল,৮৮

৭০।সুরা হুদ,১৩

৭১।সুরা ইউনুস,৩৮

৭২।সুরা বাক্বরহ,২৩

৭৩।সুরা নিসা,৪২

৭৪।সুরা বাক্বরহ,১-২

৭৫।সুরা ইউনুস,৫৭

৭৬।সুরা আহযাব,৪০

৭৭।সুরা আল আরাফ,১৫৭

৭৮।সুরা জুমু'আহ,২-৩

৭৯।সুরা আল ইমরান, ৬৪

৮০।সুরা আল ইমরান, ৬৪

৮১।সুরা হজ্জ,৪৬

৮২।সুরা আল ইমরান, ১৯

৮৩।সুরা মাইদাহ,০৩

৮৪।সুরা যারিয়াত,৫৬

৮৫।সুরা মুলক,০২

৮৬।সুরা মুলক,১৪

৮৭।সুরা বাক্বরহ,৮৫

৮৮।সরা বাক্বরহ,২৭৮

৮৯।সুরা আল ইমরান, ৮৫